|  |
| --- |
| **স্থানীয় সরকার বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্ব: ‘**জন অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার’-এই রূপকল্প (Vision) কে বাস্তবে রূপায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন - স্থানীয় সরকার বিভাগের অগ্রাধিকার। এ সকল অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিজ পণ্যের উপকরণ প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কাজ সহজতর করা হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো, যেমন- গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, নারী বিপণী কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করায় গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষ এর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫.৬৫ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৫.৯০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে নারীদের জন্য।

**১.২ স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১, ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের আওতায় পাঁচ স্তরে মোট ৫,৪৬৫ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদ তথা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এক তৃতীয়াংশ নারী জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে নাগরিক সেবায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন ।

**1.3 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগের ম্যান্ডেট:** Allocation of business অনুযায়ী এই বিভাগে নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ কোন ম্যান্ডেট নেই। তবে, স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশ কিছু কৌশলগত উদ্দেশ্য নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো হলো: গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা নারীকে শারীরিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে প্রভাবিত করে।

**২.০ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদ তথা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এক তৃতীয়াংশ নারী জন প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী নারী জন প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আর্থ-সামাজি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এ বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবছর নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, গর্ভবতী মা ও ১-৫ বছরের শিশুদের পুষ্টি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এবং নগর এলাকায় (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ **বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এক তৃতীয়াংশ নারী জন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কিন্তু সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী জন প্রতিনিধির দায়িত্ব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না করার ফলে নারী জন প্রতিনিধিগণ কাংঙ্ক্ষিত মাত্রায় ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

**4.০ বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

* **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণ:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ১৬,৪৪০ জন নারী জনপ্রতিনিধির দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে।
* **গ্রাম এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন:** সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তথা অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বনায়ন কমিটিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্হানের সুযোগ বাড়বে। বাজারে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকায় নারী উদ্যোক্তার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঘূর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নারী বান্ধব করে নির্মাণ করা হবে। প্রায় সকল প্রকল্পে নির্মাণ স্হানে নারীদের জন্য টয়লেটসহ নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থাকায় নারীর কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্ট এর মাধ্যমে নগর এলাকায় নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের ফলে নারীগণ উপকৃত হচ্ছেন।
* **নারীর আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়ন:** সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং মাটির রাস্তা তৈরির কাজে প্রধানত নারী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হবে এবং প্রতি বছর আনুমানিক ১ লক্ষ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে শ্রম বাজার ও আয়বর্ধক কর্মে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়নকল্পে জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত চর উন্নয়ন ও বসতি স্হাপন প্রকল্প-৪ এর আওতায় নারীদের মাধ্যমে এল.সি.এস. পদ্ধতি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।
* **নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে ৪০ লক্ষ নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির ফলে নারীদের স্বাস্হ্য ও পুষ্টিমানের উন্নতি হবে ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। নারীদেরকে পানির উৎসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে ১.৫৬ লক্ষ নারীর জন্য সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ফলে ৪৫ লক্ষ নারীর নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং নারীরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন।
* **ক্ষুদ্রাকার সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ :** পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে। সমিতির মাধ্যমে প্রায় 34,248 জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
* **পরিকল্পিত পরিবেশ বান্ধব নগরায়ন:** অবকাঠামো উন্নয়নে উপযুক্ত নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের কারণে আয়বর্ধক কর্মে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত উঠান বৈঠক ও র‍্যালীর মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা, ময়লা আবর্জনা কাছাকাছি ডাস্টবিন অথবা পৌরসভার ভ্যানে ফেলার অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, আঙ্গিনার চারপাশে বৃক্ষরোপণ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও সেবা প্রদানে সহযোগিতা করার মনোভাব গড়ে উঠবে, যা নারীর আত্মমর্যাদা এবং স্বকীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

**5.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | * জনগণের সরাসরি ভোটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিরা উন্নয়ন কর্মে আরও অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত হতে পারছেন।
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা সমাজের সাধারণ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতি গ্রহণে পূর্বের চেয়ে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।
 |
| ২. | সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা | * নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে তারা সে সময় ব্যয় করবে। নারীদের পানির উৎস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে নারীদের সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এতে পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
* ওয়ার্ড পর্যায়ে পানির উৎসের স্থান নির্ধারণ কমিটিতে নির্বাচিত নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
* টয়লেটের অভাব, অপর্যাপ্ততা ও দূরত্বের কারণে নারীরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল স্থানে পৃথক টয়লেটের পর্যাপ্ততার কারণে সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
* ওয়ার্ড পর্যায়ে পানির উৎসের স্থান নির্ধারণ কমিটিতে নির্বাচিত নারী সদস্য অর্ন্তভুক্ত থাকায় ও কেয়াটেকার নির্বাচনের ফলে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন হবে।
* হাত ধোয়া, নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে নারী নিজের ও তার পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারবে। সন্তানদের এ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক হবে।
 |
| ৩. | গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা | * অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নারী কর্মীদের নিয়োগের কারণে বছরে প্রায় ২.০০ কোটি জনদিবস নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সকল নারী শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বনায়ন কমিটিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।
* বাজারে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকায় ৫,৩৩৫ জন নারী উদ্যোক্তার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এতে আনুমানিক ৫,৩৩৫ পরিবার উপকৃত হবে। পানি ব্যবস্হাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় 34,248 জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
 |
| ৪. |  নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন | * নারী সুস্বাস্হ্যের অধিকারী হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সে আরও অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম নিবন্ধীকরণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের পরিসংখ্যান প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। জন্মনিবন্ধীকরণের ফলে নারীর আইনগত অধিকার নিশ্চিত হবে এবং বাল্যবিবাহ রোধসহ বয়সভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।
 |

**6.০ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**7.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| **ফলাফল নির্দেশক** | **সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক** | **পরিমাপের****একক** | **প্রকৃত অর্জন** |
| --- | --- | --- | --- |
| **২০১9-20** | **২০20-21** | **২০২1-22** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** |
| পল্লী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ৩ | লক্ষ জনদিবস  | ১৮.৭৫ | 18.75 |  |
| নারীদের জন্য বাজার সেকশন নির্মাণ | ২ | সংখ্যা | ৩০ | 30 |  |

**8.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্য হলো নারী-পুরুষের সমতা বিধান। তাই সর্বক্ষেত্রে নারীদের ওপর সব ধরনের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম নীতি-কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীকে সম্পৃক্তকরণে স্হানীয় সরকার বিভাগের কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

* নারীর ক্ষমতায়ন**:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নারীবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা বিকাশেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
* নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি**:** গ্রামীণ হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে নারীদের জন্য পৃথক বাজার সেকশন নির্মাণের ফলে নারী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নারীদের জন্য ১৩টি পৃথক বাজার সেকশন হতে নারী উদ্যোক্তার বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
* **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা:** নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহ ও অপর্যাপ্ত ল্যাট্রিনের অসুবিধা দূর হবে এবং এ সংক্রান্ত কাজে যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সে সময় ব্যবহার করা সম্ভব হবে। টয়লেটের অভাব বা অপর্যাপ্ততার কারণে নারীদের যে হেনস্থার শিকার হতে হয় তা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পৃথক টয়লেটের পর্যাপ্ততা নারী শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমতা বিধান করবে। সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে নারীদের সামাজিক যে অগ্রহণযোগ্যতার শিকার হতে হয় তা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
* পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও নারীর কর্মসংস্হান**:** পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিধান করায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীর সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী শ্রমিক নিয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধান করার ফলে বছরে প্রায় দুই কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে “হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে হাওড় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের উন্নয়নে ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্য যথেষ্ট আশাপ্রদ। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৮,৪৭,৫৯৫ জনদিবস কর্মসংস্হান সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে নারীদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ২,৯০,৩৪৫ জনদিবস। অধিকন্তু, ৩,৯১০ জন নারীকে জীবিকা নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ১,১৪৮ জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন নারী সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে অপরদিকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
* চুক্তিবদ্ধ নারী শ্রমিকদলের কার্যক্রম**:** ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও দুঃস্থ নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান, মধ্য-স্বত্বভোগীদের বর্জন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের (এল.সি.এস.) নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ নারী শ্রমিকগণ কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩০টি বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ১৩০টি মার্কেট ভবনে নির্মিত দোকানের মধ্যে প্রস্তাবিত খসড়া পরিপত্র অনুযায়ী মোট ১০% দোকান মহিলা ব্যবসায়ীগণের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।
* ক্ষুদ্র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা**:** পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারী-পুরুষ সদস্য হতে পারে। প্রত্যেক পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তা ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটিতেও কমপক্ষে ০৩ (তিন) জন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয়েছে। এলজিইডি’র পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক নারী, পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের মধ্যে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য নারীদের উৎসাহিত করা যাতে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১১৬ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভর নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেক নারীকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও পদক প্রদান করা হয়। এ বছর তিন সেক্টরে ১১ শ্রেষ্ঠ সফল নারীকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
* **প্রাথমিক স্বাস্হ্য সেবা**: সারাদেশে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্হ্যের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে “আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলীভারী প্রজেক্ট” বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি নগর মাতৃসদন, ১৪৫টি নগর স্বাস্হ্য কেন্দ্র এবং ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্হ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্হ্য সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রজনন স্বাস্হ্য সেবা প্রদানে এ সকল কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
* **সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম :** সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে চলমান রয়েছে পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (আরইআরএমপি-৩) শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি ইউনিয়নে ১০(দশ) জন করে দেশের সকল জেলায় মোট ৪৪,৪৬০ জন শুধুমাত্র দুঃস্থ নারী কর্মী দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৮৮,৯২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এতে ৬৪৯ লক্ষ জনদিবস কর্ম সৃষ্টি হবে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

**এলজিইডি কর্তক বাস্তবায়িত “ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন-২” প্রকল্পের আওতায়**

**একজন সফল উপকারভোগী নারীর গল্প:**

|  |
| --- |
| **হেনা বেগম: এক আশা জাগানিয়া গল্প**হেনা বেগম (৪২) নেত্রকোণা সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের মনাং গ্রামের অধিবাসী। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পান। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে ১৪ বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়। অসুস্থতার জন্য তার স্বামী কাজ কর্ম করতে পারতেন না, সংসার চালনোর ভার পড়ে হেনা বেগমের ওপর। পাঁচ সদস্যের সংসারে দুমুঠো ভাতের জন্য ছিল নিরন্তর লড়াই। বাধ্য হয়ে তিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন।এমন এক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (অরইআরএমপি-২)-এর আওতায় হেনা বেগম দুঃস্থ ও পরিবার প্রধান হিসেবে ‘ক’ ক্যাটাগরিতে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য নির্বাচিত হন।পল্লী সড়কে কাজ করার সুযোগের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয় তার জীবনের নতুন দিগন্ত। প্রকল্পের আওতায় দৈনিক মজুরি ১৫০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা হারে মাস শেষে ৩ হাজার টাকা তুলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। দৈনিক মজুরির অবশিষ্ট ৫০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে ৪ বছরে তার সঞ্চয় দাঁড়ায় ৭৮,৮০০ টাকা।প্রকল্পের আওতায় হাঁসমুরগী, গবাদি পশু পালন, বসত ভিটায় শাক সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজ লাগিয়ে সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ বিনিয়োগ করে দুটি গরু কেনেন। পাশাপাশি তিনি হাঁস, মুরগী পালন শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। গরু ও হাঁস-মুরগী বিক্রি করে সন্তানদের লেখাপড়া, স্বামীর চিকিৎসা শুরু করেন। বসতভিটাসহ চাষবাদের জন্য জমি ক্রয় করেন। এলজিইডি’র পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (অরইআরএমপি-২) শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ তার জীবন বদলে দিয়েছে।আজ তিনি একজন আত্মনির্ভরশীল নারী। জীবন সংগ্রামে সফল এ নারী তার অনন্য সাফল্যের জন্য এলজিইডি’র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ এ এলজিইডি’র শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের হেনা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেন। |

**9.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী জন প্রতিনিধির দায়িত্ব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না থাকা;
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নারী জন প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
* সুবিধাভোগী নারীদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
* ইউনিয়ন পর্যায়ে ও বস্তি এলাকায় পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারীদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করা;
* নারীদের জন্য পৃথক পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা;
* মাঠ পর্যায়ে নারীদের কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা; এবং
* নারীদের মাসিক ঋতুকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

**১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে অধিক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা;
* ইউনিয়ন পর্যায়ে ও বস্তির পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্পৃক্ত করা এবং নারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা;
* দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ ধরনের কার্যক্রমে অধিক সংখ্যায় নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুদের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
* নারীদের মাসিক ঋতুকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ জন্য জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।